



# জাতীয় পতাকা প্রদান ও সুবর্ণ জয়ন্তী সমাবেশ '৯৮

১৯৮৮-১৯৯৮



The Daily Star

Special Supplement

10 March, 1998

Planning & Design : Ad Empire

## আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা দল

### The Operational Activities of Ansar & VDP

Jesmire Akhter  
Assistant Director (operation)

**Introduction:**  
Bangladesh Ansar, since its coming into existence as an auxiliary force to Bangladesh Army, has been playing a glorious role in protecting national security & internal peace of the country. It is no denying the fact, that the role of Bangladesh Ansar in the development sector of the country, specially in the socio-economic side has been very commendable. They are doing their best to help the poor masses of rural Bangladesh. It is a fact that their activities are not only confined to maintenance of law and order and internal peace of the country but also spread over the development of socio-economic condition of poor masses.

(1) Battalion Ansar & (2) Embodied Ansar  
Battalion Ansar: At present the number of battalion is 34. Each battalion consists of 404 members and total number of Battalion Ansar is 13,505. Among 34, 19 battalions are engaged in Chittagong Hill Tracts, with Army to suppress terrorist activities of the rebels and playing very important role in protecting the national integrity. Frequently they face death & sacrifice their life for national interest in far remote hill areas. A good number of Ansars has sacrificed their life while performing duties in hill area. Besides, one Battalion of Ansar is on duty at semutang gas field where the foreigners are engaged in exploration work. The rest of the 14

Battalion deployed in plain land to maintain law & order situation, recover illegal arms & explosives, arrest terrorists maintain law & order in election centres all over the country. They are also working in metropolitan areas for suppressing mischief mongers, arrest hijackers terrorist & illegal arm holders. The Battalion Ansar were deployed in various election centres which started in June, 96 with the parliamentary election & ended in December, 97 with the Union Parishad election. Besides, the maintenance of law & order in metropolitan cities in Dhaka, Chittagong, Rajshahi & Khulna, Battalion Ansars are assisting the Metropolitan Police Force since June, 97. In Dhaka Metropolitan area due to shortage of manpower 588 battalion Ansars are performing duties and help the police force. Similarly 1100 Battalion Ansars were deployed in Khulna Metropolitan area to assist the police force for suppressing terrorist and other anti social elements. This 1100 Ansars are still at work in that area. In Chittagong district 150 battalion Ansars were deployed for assisting district Police, to quell and suppress terrorist activities. In Rohingya refugee camp 166 Battalion Ansars are there to help local police for maintaining law & order. During the fire extinguishing activities in Magurchara Gas field of Moulvibazar district under Comilla rang, 120 Battalion Ansars were deployed there for 3 months to assist police for facing emergency situation. In Habigonj district 40 Battalion Ansars were deployed for two months to guard the bridge over khoai river. **Embodied Normal Ansar:** Besides Battalion Ansars, there are about 14,225 embodied normal Ansars are working in different organizations like government establishments, autonomous bodies, Banks, Insurance, Companies, GRP, Launch & Steamer, Buses & Night Coaches, Airports, Radio-TV centres, Garments, Hotels, Mills & Factories, Gas fields etc. To guard government, properties & establishments is the main responsibility of embodied Ansars. Besides, the services of embodied Ansars are requisitioned during different public examinations & festive occasions. During the last parliamentary election in June, 96, more than 3 lacs Ansars were engaged for maintenance of law & order. They also performed duties in by-



বাণী

বাংলাদেশ আনসার-এর সুবর্ণ জয়ন্তী এবং গ্রাম প্রতিরক্ষা দলের ১৯তম জাতীয় সমাবেশ উপলক্ষে আমি এই দুই বাহিনীর সকল সদস্য-সদস্যকে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

বাংলাদেশ আনসার প্রতিষ্ঠাতা গণ থেকে উন্নয়ন, জনসেবা এবং দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখে আসছে। বিশেষতঃ গ্রামের মানুষের শিক্ষা, জন্মশাসন ও আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি অর্জনে এ সংগঠনের অবদান দেশবাসীকে উদ্ভূত করেছে। আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে মুজিবনগরে বাংলাদেশ সরকারকে সর্বপ্রথম গার্ড অব অনার প্রদান করে আনসার বাহিনী এক বিরল সম্মানের অধিকারী হয়েছে।

আমি আশা করি, আনসার-ভিডিপি সংগঠনের সদস্য-সদস্যরা দেশের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সকল ক্ষেত্রে তাদের কর্মতৎপরতা আরও গতিশীল ও জোরদার করে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'সোনার বাংলা' গড়ে তুলতে দৃঢ় প্রত্যয়ী হবে।

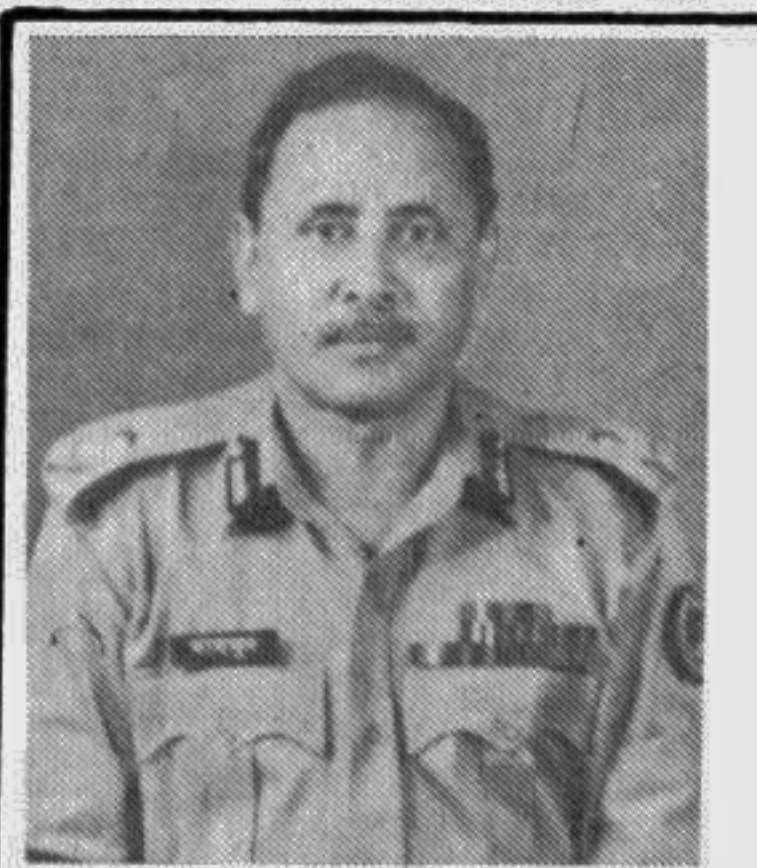
আমি আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা দলের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা  
প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

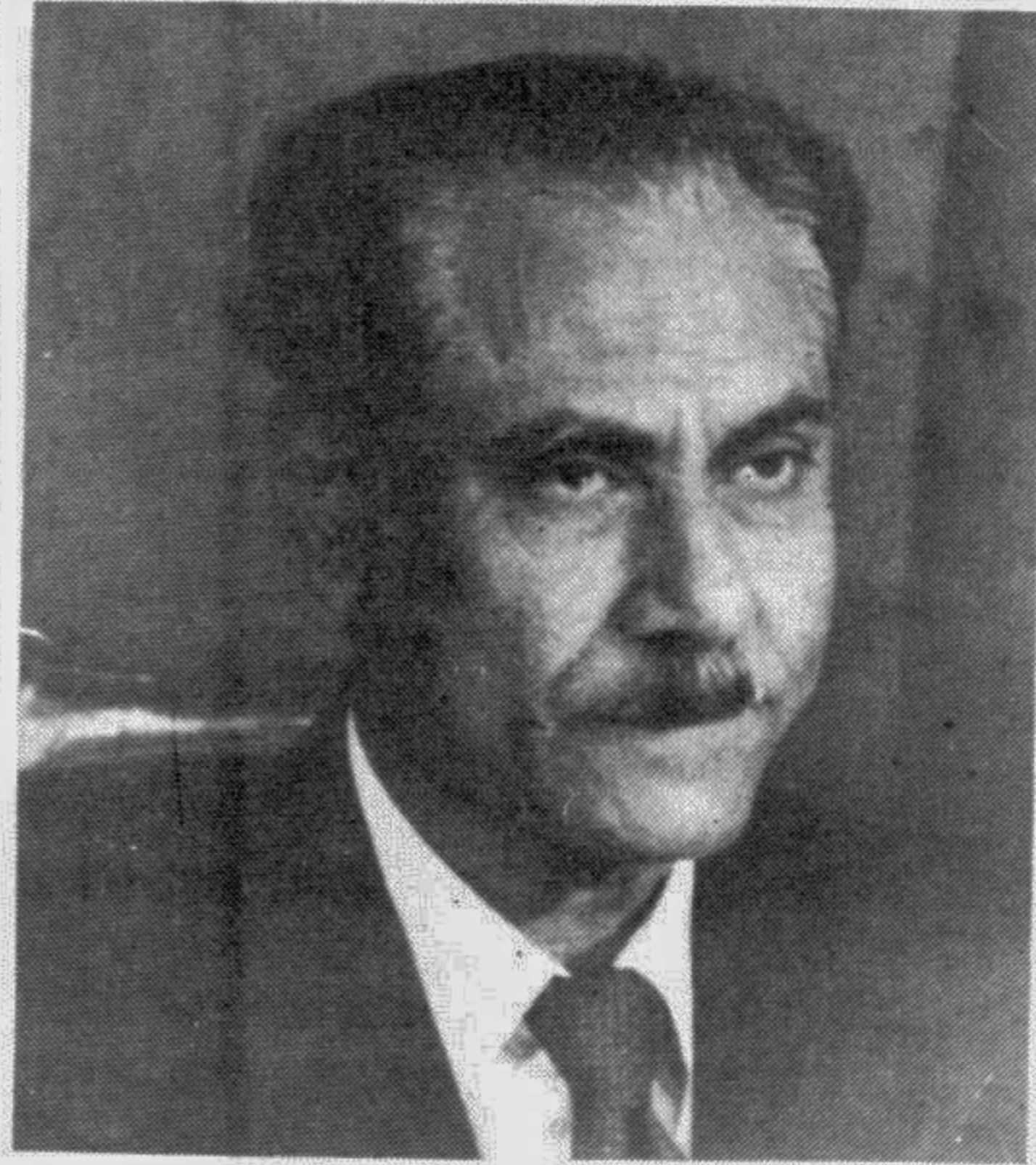
elections & union parishad election, 97. In addition, a good number of Ansar & VDP members have been working with the security forces who are in charge of enforcing safety & security of non tribal people living in clustered villages. In a very adverse circumstance they are performing their duties with Armed forces, risking their own safety & security of life since last twenty years. Selfless & devoted as they are these people doing their best to ensure safety & security of the country with limited facilities. Given more facilities & opportunities, we are sure, they will be in a position to serve the country more efficiently in every sector. In this regard we draw the immediate attention of the govt. to re-organize this great institution & equip the members of this establishment with modern facilities.



বাণী

দেশের সর্ববৃহৎ বেঙ্গালেশী সংগঠন আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা দল গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যের অধিকারী। স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে দেশ গঠনে সংগঠনের সদস্য-সদস্যদের নিরলস প্রচেষ্টা দেশবাসীর অকুণ্ঠ ধনসংসা কুড়িয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে সন্ত্রাস দমন অভিযানে দায়িত্ব পালন, সম-তল এলাকায় আইন শৃঙ্খলা রক্ষা এবং দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক

মেজর জেনারেল  
এ এম মাহমুদুল্লাহমান, পিএসসি  
মহাপরিচালক  
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা দল



বাণী

বাংলাদেশ আনসার-এর সুবর্ণ জয়ন্তী এবং গ্রাম প্রতিরক্ষা দলের ১৯-তম জাতীয় সমাবেশ উপলক্ষে আমি এই দুই বাহিনীর সকল সদস্য-সদস্যকে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

গ্রামীণ জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় আনসার ও ভিডিপি সদস্যদের ভূমিকা প্রশংসনীয়। উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে এই দুই বাহিনীর সদস্যদেরকে সরাসরি সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে তা গ্রামীণ অর্থনীতিতে অনুকূল প্রভাব পড়বে বলে আমি মনে করি।

আমি আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা দলের শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ দেশ গড়ার আন্দোলনের সাফল্য কামনা করি।

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ  
রাষ্ট্রপতি  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ



বাণী

আনসার বাহিনীর সুবর্ণ জয়ন্তী এবং গ্রাম প্রতিরক্ষা দলের ১৯তম জাতীয় সমাবেশ উপলক্ষে একটি স্বরূপিকা ও ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হচ্ছে যার মাধ্যমে আমি আনন্দিত।

সেবা ও ত্যাগের আদর্শ উজ্জীবিত বাংলাদেশ আনসার বাহিনী একটি জনপ্রিয় সংগঠন। আমাদের মুক্তিযুদ্ধে এ বাহিনীর সদস্যরা যে মহান অবদান রেখেছেন সমস্ত জাতি তা গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ রাখবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের সংঘাতময় অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে এই বাহিনীর সদস্যরা শান্তি শৃঙ্খলা ও দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় যে কঠোর পরিশ্রম করেছেন তা সর্বমুহুর্তে প্রশংসিত হয়েছে। দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় তাদের ভূমিকা সত্যি গৌরবজনক। জাতির বিভিন্ন দুর্যোগপূর্ণ সময়ে এ সংগঠনের সদস্যরা সেবার বিরল নজির স্থাপন করেছেন। আমি বিশ্বাস করি আগামীতেও তাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। তাদের কাজের যথার্থ মূল্যায়ন করে সরকার এ বছর আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা দলকে জাতীয় পতাকা প্রদান করেছে। পঞ্চাশ বছর পর জাতীয় পতাকা পাওয়া আনসার বাহিনীর জন্য বিরল সৌভাগ্য। এজন্য আমি এই বাহিনীর সকল সদস্যকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

গ্রামীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখার পাশাপাশি গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক অগ্রগতিতেও গ্রাম প্রতিরক্ষা দলের সদস্যরা অবদান রাখছেন। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের আত্মনির্ভর ও সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ে তুলতে তাদের এ প্রচেষ্টার আমি প্রশংসা করছি।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আনসার-ভিডিপি সংগঠন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাসহ সার্বিক প্রয়োজনে তাদের প্রচেষ্টা দিন দিন আরো জোরদার করবে। আমি এই বাহিনীর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।  
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।  
রফিকুল ইসলাম, বীর উত্তম, এম.পি.  
মন্ত্রী  
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

**বাণী**  
আনসার বাহিনীর সুবর্ণ জয়ন্তীর বছরে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা দল জাতীয় সমাবেশ আয়োজন করেছে যেনে আমি আনন্দিত হয়েছি।  
মদিনার আনসারের আদর্শবাহী বাংলাদেশ আনসার বাহিনী সেবার ক্ষেত্রে এক উজ্জ্বল উদাহরণ। গ্রাম প্রতিরক্ষা দল গ্রামীণ মানুষের একটি উপকারী প্রিয় সংগঠন। আনসার বাহিনীর সাহসী সদস্যরা স্বাধীনতা সংগ্রামে যে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিল, দেশবাসী তা চিরদিন স্মরণ করবে। আমি দেশের সার্বভৌমত্ব ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় তাদের নিষ্ঠা ও দক্ষতার প্রশংসা করি। গ্রাম বাংলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এই সংগঠনের বলিষ্ঠ ভূমিকা রয়েছে। নিজেদের ও গ্রামীণ জনসাধারণের ভাগ্যে উন্নয়নে শিক্ষা বিস্তার, জনসংখ্যা বৃদ্ধিরোধ, জনস্বাস্থ্য ও বনায়ন কর্মসূচীর সম্প্র-  
সারণে তাদের প্রচেষ্টা উত্তরোত্তর জোরদার হবে, এটা আমার বিশ্বাস। স্বনির্ভর গ্রাম বাংলা ও সমৃদ্ধ দেশ গঠনে তাদের ভূমিকা হবে অবিচ্ছেদ্য, আমি এ বিষয়ে দৃঢ় আশাবাদী।  
সরকার আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা দলকে এর সাফল্যজনক কাজের স্বীকৃতি হিসেবেই এ বছর জাতীয় পতাকা প্রদান করেছে। এজন্য আমি সংগঠনের সকলকে শুভেচ্ছা জানাই।  
আমি আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা দলের সার্বিক উন্নতি ও সাফল্য কামনা করছি। আমার বিশ্বাস, সুবর্ণ জয়ন্তী ও জাতীয় সমাবেশ সংগঠনের সব সদস্য-সদস্যকে এগিয়ে চলার শক্তি জোগাবে।  
সফিউর রহমান  
সচিব  
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

**সৌজন্যে :**  
আন্তর্জাতিক যোগাযোগ সম্পন্ন  
একটি দেশীয় ব্যাংক

উৎকর্ষে অঙ্গীকারবদ্ধ  
ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড  
প্রতিশ্রুতিশীল কর্মতৎপর একটি ব্যাংক